এই পরিষেবা মূলত কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক মুদ্রণযোগ্য মাসিক তথ্য পরিষেবা। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ সহ বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের দুই শতাধিক পত্রপত্রিকা এই তথ্য প্রকাশ করে। বার্ষিক চাঁদা দিয়ে গবেষক, ছাত্র, সাংবাদিক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সহ আগ্রহীরা গ্রাহক হতে পারেন।

সংবাদ পরিষেবা

মার্চ ২০১০

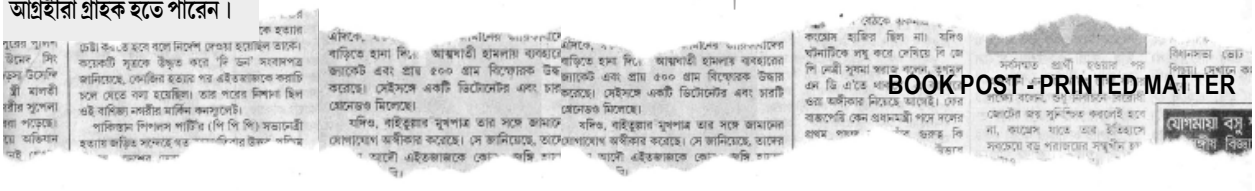

ওজোনদার !

১৫/১০২

ওজোনস্তর ইতিমধ্যেই ছোট হয়ে এসেছে। কানাডার দুই বিজ্ঞানী বলছেন, জলবায়ু বদলের ফলে সেই ওজোন স্তরের বিপুল অদলবদলও ঘটেছে। এর ফলে পৃথিবীর দক্ষিণ ভাগ বাড়তি ২০ শতাংশ অতি বেগুনি রশ্মির কবলে পড়বে। অতি বেগুনি রশ্মির থেকে জিনের পরিবর্তন ঘটে ও নানা ধরনের ক্যান্সারের আশঙ্কা থাকে। কানাডার টোরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের এই দুই বিজ্ঞানী এসব লিখেছেন নেচার জিওসায়েন্স পত্রে।

তাঁরা বলছেন, তাপমাত্রা দ্রুত বাড়ায় বায়ুমণ্ডলের উপরিস্তরের গতিবিধির রদবদল ঘটবে। ওজোন ছড়িয়ে পড়বে উপরিস্তর থেকে নীচের স্তরে। মানে উপরিস্তর স্ট্রাটোস্ফিয়ার থেকে নীচের ট্রোপোস্ফিয়ারে। ফলে ওজোনের ঘাটতি দেখা দেবে স্ট্রাটোস্ফিয়ারে। আসলে স্ট্রাটোস্ফিয়ারের ওজোনই তাবৎ জীবকুলকে অতি বেগুনি রশ্মির হাত থেকে বাঁচায়। তাই এই স্তরে ওজোনের পরিমাণ হ্রাস, আমাদের জিনবদল, ক্যান্সার থেকে আগামী দিনে আরো নানা ভয়াল বিপদের সামনে এগিয়ে দেবে।

SOS !

যা ভাবা গিয়েছিল তার তুলনায় ৫০ শতাংশ বেশি উষ্ণায়ন ঘটাতে পারে কার্বন-ডাই অক্সাইড। সম্প্রতি নেচার জিওসায়েন্স পত্রের এক রচনায় এমন কথাই জানিয়েছেন একদল ব্রিটিশ বিজ্ঞানী। তাঁরা বলছেন, উষ্ণায়নের জন্য কার্বন-ডাই অক্সাইড পরিমাপের ক্লাইমেট মডেলিং-এর যে ব্যবস্থা, তা ঠিক যতটা গুরুত্ব পাওয়ার কথা ছিল ততটা পায়নি। ফলে কার্বন নিঃসরণকে ভিত্তি করে মনুষ্যসৃষ্ট যে উষ্ণায়ন তা মাপায় ভুল হয়েছে। উষ্ণায়নের মাত্রা ৩০ থেকে ৫০ শতাংশ কম বলা হয়েছে। অতএব এখন দেখার, ভূ-উষ্ণায়ন আদতে কতটা বেড়েছে।

রোগ বৈচিত্র

১৫/১০৩

উদ্ভিদ ও প্রাণী-প্রজাতির বিলুপ্তি ডেকে আনবে সংক্রামক রোগ। বিদেশি প্রজাতির সঙ্গে দেশজের অসম প্রতিযোগিতা, জঙ্গল খালাস, ভুবনজোড়া যান-যোগাযোগ, আগ্রাসী নগরায়ণ ইত্যাদি নানা কারণে জীব বৈচিত্রের বিলুপ্তি ঘটছে। ফলে বাড়বে সংক্রামক রোগ, নতুন রোগেরও উদয় হবে। সঙ্গে, নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ রোগগুলো ছড়িয়ে পড়বে সীমানা পেরিয়ে। যেমন 'ওয়েস্ট নিল ভাইরাস' নামের একটি রোগ নাকি অচিরেই পৃথিবীর কোণে কোণে পৌঁছে যাবে।

এইসব বলেছেন আমেরিকার ভারমন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিদ রিও রোমান। সঙ্গে আছেন আরো আট বিজ্ঞানী। এরা সবাই মিলে একটা বই লিখেছেন। বইয়ের নাম 'বায়ো সায়েন্স'। এইসব বিপদকথা আছে ওইখানেই।

দ্বীপ নিভে গেল...

১৫/১০৪

নাগাড়ে সমুদ্র-স্তরের উচ্চতা বৃদ্ধি ও স্থলভূমি প্লাবিত হওয়ার কারণে বিশ্বের দুই তৃতীয়াংশ বদ্বীপের অস্তিত্ব এখন বিপন্ন। এই বদ্বীপগুলিতে প্রায় ৫০ কোটি মানুষের বাস। উপগ্রহ-ছবি বলছে, ৩৩টি বৃহৎ বদ্বীপের ৮৫ শতাংশ গত দশকে ভয়াবহ বন্যার শিকার। ক্ষতিগ্রস্ত ২,৬০,০০০ বর্গ কিলোমিটার অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ। লোপাট অসংখ্য মানুষের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান।

আশঙ্কা, জলবায়ু বদল-জনিত মহাসাগর-স্ফীতির সম্ভাবনা বদ্বীপ প্লাবিত হওয়াকে এই শতকে ৫০ শতাংশ বাড়িয়ে দেবে। বেশি ক্ষতি হবে এশিয়া মহাদেশের। কারণ ১১টি বদ্বীপের ঝুঁকি-তালিকার শীর্ষে আছে চিনের তিনটি। যদিও তাপমাত্রা বৃদ্ধি সমুদ্র-স্তরের উচ্চতা বাড়ার কারণ, তবু গবেষকরা মাটির নীচের খননকার্যকেও এই সমস্যার জন্য দায়ী করছেন। এইসব লেখা হয়েছে নেচার জিওসায়েন্স পত্রে।

শমন !

১৫/১০৫

গত নভেম্বর ২০০৯-এ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার অ্যান্ড ন্যাচারাল রিসোর্সেস বিপন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর এক নতুন লাল তালিকা তৈরি করেছে। তালিকায় দেখা যাচ্ছে ১৭,২৯১টি প্রজাতি বিলুপ্তির পথে। তার মধ্যে ২১ শতাংশ স্তন্যপায়ী, ৩০ শতাংশ উভচর, ১২ শতাংশ পাখি, ৭০ শতাংশ উদ্ভিদ এবং ৩৫ শতাংশ অমেরুদণ্ডী প্রাণী।

জীব বৈচিত্র রক্ষায় রাষ্ট্রসঙ্ঘ চলতি বছরকে 'আন্তর্জাতিক জীব বৈচিত্র বর্ষ' বলে ঘোষণা করেছে। এই 'লাল তালিকা' এই বৈচিত্র নষ্ট হয়ে যাওয়া বোঝার জন্য আদর্শ হতে পারে।

তিসি দিবানিশি

১৫/১০৬

তিসির তেল দেহের প্রয়োজনীয় ফ্যাটি অ্যাসিডসহ অন্য নানা উপাদানের চাহিদা পূরণ করতে পারে। এই তালিকায় আছে ভিটামিন বি, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, প্রোটিন, দস্তা, লেথিসিন ইত্যাদি। তৎসহ মাছের তেলে যে পরিমাণ ফ্যাটি অ্যাসিড তার ৫০ শতাংশ বেশি আছে তিসির তেলে। এমনকি এই তেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাক ও থ্রমবোসিসের আশঙ্কাও কমে।

টম্যাটো স্পা

১৫/১০৭

ছিপছিপে থাকতে রোজ টম্যাটো খাওয়া ভালো। টম্যাটো ভিটমিন সি ভরপুর। হার্টের স্বাস্থ্য ভালো রাখে। টম্যাটো বা টম্যাটোর জুস খেলে কয়েক সপ্তাহের ভেতর কোলেস্টেরলের মাত্রা কমে। হালে এর সঙ্গে যোগ হয়েছে আর একটি তথ্য। তথ্যটি হল, সম্প্রতি ডেলি মেল পত্রের এক প্রতিবেদনে, টম্যাটো খেলে বাড়তি ওজন লাঘব হয় বলে দাবি করা হয়েছে। কারণ টম্যাটোয় এমন কিছু যৌগ আছে যেগুলি খিদে বাড়ানোর হরমোনের মাত্রায় পরিবর্তন ঘটায়। খাইখাই ভাবকে দূরে রাখে। ফলে বাড়তি খাওয়ার ইচ্ছা কমে। যদিও এর পেছনে কোন্ উপাদান সক্রিয় জানা যায়নি। অনুমান লাইকোশেন, যার জন্য টম্যাটো লাল দেখায় সেই উপাদানের এখানে ভূমিকা আছে।

বার বার ঘুঘু ...

১৫/১০৮

বীজ, উদ্ভিদ, প্রাণীকুল ও অণুজীবের পেটেন্ট রুখে গরিব দেশের সম্পদ বাঁচাতে হবে। এই উদ্দেশ্যে এই বছর মার্চে ইউনাইটেড কলম্বিয়ায় এক বৈঠক বসবে। এই বৈঠকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের কনভেনশন অন বায়োডাইভার্সিটি চুক্তিটি চূড়ান্ত হবে। আশা, আগামী অক্টোবরে জাপানের নগোয়ায় যে বৈঠক, সেখানে সংশ্লিষ্ট দেশগুলি চুক্তিটিতে স্বাক্ষর করবে।

বারাবাড়ি

১৫/১০৯

শহর দূষণে যানবাহন ও কলকারখানার সঙ্গে যুক্ত হল নির্মাণ শিল্প। রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ও এশিয়া উন্নয়ন ব্যাঙ্কের এক যৌথ সমীক্ষা দূষণের প্রধান কারণ হিসেবে নির্মাণ কাজকেই দায়ী করছে। নির্মাণ কাজে হট মিক্সিং প্লান্টে জ্বালানি ও রাস্তা মেরামতে পিচ গলাতে টায়ার পোড়ে। সমীক্ষা বলছে, এই টায়ার পুড়ে ভয়াবহ দূষণ ছড়াচ্ছে।

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

এই দূষণ রুখতে এবার তাই আইন এল। আইন অনুযায়ী যা যা অবশ্য পালনীয়, নির্মাণ স্থলকে জিও টেক্সটাইল চাদর দিয়ে ঢাকতে হবে। ধুলো ওড়া বন্ধ করতে খনন ও ভরাটের সময় স্থানটি জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে। কাজের পর নিয়মিত ফুটপাত-রাস্তা পরিষ্কার করতে হবে। মার্বেল স্ল্যাব কাটার শব্দসীমা ৬৫ ডেসিবেল ছাড়ানো যাবে না। প্রয়োজনে পর্ষদের সঙ্গেও যোগাযোগ করা যাবে।

ইউরিয়া ইউরেকা! ১৫/১১০

উত্তরপ্রদেশে কৃষকরা জৈব ইউরিয়া বানাচ্ছে। সব কৃষক নয়। কেবল চিকমাগালুরের এক গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষকরা। গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম ফালগুনি। ইউরিয়া লাগে মাটিতে নাইট্রোজেন ও অণুপুষ্টি জোগাতে, আর্দ্রতা ধরে রাখতে। জৈব ইউরিয়ায় এসব পাওয়া যাচ্ছে। এই ইউরিয়ার উপকরণ গোচনা ও পরিষ্কার ঝুরঝুরে বালি। বাড়ি বাড়ি ছোট ছোট চৌবাচ্চা করে কৃষকরা এই সার তৈরি করছে। ফালগুনিতে এসব ছড়িয়েছে বেশ। উদ্যোগের পেছনে আছে ভূমি সুস্থিরো ইনস্টিটিউট। উদ্যোগটির নাম এসকেডিআরডিপি ইন্টিগ্রেটেড অ্যাগ্রিকালচার ইউনিট প্রজেক্ট।

তেলতেলে ১৫/১১১

চলতি বছরের ১ এপ্রিল থেকে সরকারি তেল কোম্পানিগুলো দেশের ১৩টি শহরে ইউরো ফোর পেট্রোল-ডিজেল সরবরাহ শুরু করবে। এর মধ্যে দিল্লি, মুম্বাই, চেন্নাই, কলকাতা তো আছেই। একই সঙ্গে দেশের বাকি অংশকে জোগানো হবে ইউরো থ্রি পেট্রোল। তবে বাকি অংশকে কোনো ডিজেল এখনই দেওয়া যাচ্ছে না। এই অংশে ডিজেল দেওয়া হবে ৩ থেকে ৬ মাস পর। এসবই ২০১০-এর কেন্দ্রীয় সরকারি সিদ্ধান্ত। তামিল হচ্ছে দেশের শীর্ষ আদালতের নির্দেশে।

রাজপুত শক্তি!! ১৫/১১২

রাজস্থান সরকার এক শক্তি সংরক্ষণ তহবিল গড়ছে। উদ্দেশ্য সমস্ত শক্তি-উৎসের যথাযথ ব্যবহার। এই নিয়ে গবেষণা ও পাইলট প্রজেক্ট তৈরিও হবে। এইজন্য শক্তি সংরক্ষণ আইন ২০০১-মোতাবেক রাজস্থান শক্তি দফতর বেশ কিছু নিয়মবিধি বানিয়েছে। তহবিল ব্যবহার হবে এইসব নিয়মবিধি মেনে। এক উচ্চক্ষমতার কমিটিও বানানো হয়েছে। পাশাপাশি, নবীকরণযোগ্য শক্তি ব্যবহার নিগমকেও এই নিয়ে সরকার তরফে নানা সহযোগ দেওয়া হবে। নিগমের বাজেট অনুমোদনের অধিকার দেওয়া হয়েছে কমিটিকে।

জঞ্জালানী ১৫/১১৩

তামিলনাড়ুর বেজওয়াড়া পুরসভা বায়োগ্যাস বিক্রি করছে। এই পুরসভায় বেশ সলিড ওয়েস্ট জমে। সেই আবর্জনা দিয়ে বিদ্যুৎ বানানোর চেষ্টা হয়। বসানো হয় বায়ো-মিথেনাইজেশন প্লান্ট। কিন্তু এই প্লান্ট দিয়ে কাজ হয় না। প্লান্টে হররোজ উৎপাদিত হয় ১০০০ ঘনমিটার গ্যাস। পুরসভা এখন এই গ্যাস রান্নার জন্য সরবরাহ করতে চাইছে। এইজন্য চাওয়া হয়েছে দরপত্র। বলা হয়েছে, বরাত-প্রাপককে গ্যাস ধরে রাখতে বড়সড় আধার বানাতে হবে ও বড়মাপের ছাত্রাবাসের শিক্ষায়তন বা হাসপাতালে এই গ্যাস পৌঁছাতে হবে। এইজন্য আগ্রহ দেখিয়েছে চার কোম্পানি। নির্বাচনের কাজও এগোচ্ছে একটু একটু করে।

রক্তবীজ ১৫/১১৪

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা নয়া বীজ বিলের অনুমোদন দিল। বিলের নাম 'বীজ বিল ২০০৪'। এর ফলে 'বীজ আইন ১৯৬৬' বাতিল হবে। তার জায়গায় বসানো হবে এই বিলকে। সরকার বলছে, এর ফলে সেরা বীজে সেরা চাষে চাষির ভালো হবে। বলা ভালো, ওই নিয়ে চারবার মন্ত্রীসভা এই বিলের অনুমোদন দিল। বলা ভালো, এই নিয়ে তিনবার সংসদ এই বিল বাতিল করল। ২০০৪-এ এই বিল রাজ্যসভা থেকে সংসদের কৃষি বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটিতে গিয়েছিল। বিবেচনা করে দেখার জন্য ২০০৬-এ কমিটি এই নিয়ে রিপোর্ট দেয়। তারপর এই অনুমোদনের পালা। তামাম দেশের তামাম কৃষক এই নয়া বিল নিয়ে অগ্নিশর্মা। আপাতত সবার চোখ এখন সংসদ ভবনের দিকে।

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

এবার জমবে খেল ! !

১৫/১১৫

কর্ণাটকের পূর্বতন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শোভা করানডালাজে এন্ডোসালফান বিরোধী আন্দোলন শুরু করলেন। তাঁর দাবি এন্ডোসালফান জাতীয় স্তরে নিষিদ্ধ করতে হবে। এই নিয়ে তিনি দিল্লি এসে তাঁর দলের পদস্থদের সঙ্গেও কথা বলেছেন। পাশাপাশি গোটাকতক হুমকি ফোনও আসছে তাঁর কাছে।

দক্ষিণ কন্নড় জেলায় কাজুখেতে এই এন্ডোসালফান ছড়িয়ে জেলায় ঘরে ঘরে ক্ষতি হয়েছে। প্রতি পরিবারেই একজন না একজন বিকলাঙ্গ বা জড়বুদ্ধি থাকছেই। বিষিয়ে যাচ্ছে ইঁদারার পানীয়, মাটি, জন্তুজানোয়ার। শোভার প্রতিবাদ শুরু এই জেলা থেকেই। শোভা এই প্রতিবাদ ছড়িয়ে দিতে চাইছেন দেশজুড়ে।

TOYভয়

১৫/১১৬

দুধের শিশুর হাতে প্লাস্টিকের খেলনা বিপজ্জনক। কারণ এই খেলনায় প্যাথালেট থাকে। প্যাথালেট থেকে অ্যাজমা হয়, অ্যালার্জি হয়। প্যাথালেট থেকে ফুসফুসের ক্ষতি, পুরুষের সন্তান উৎপাদন ক্ষমতার ক্ষতি, দেহের গড়নেও বিকৃতি আসে। প্যাথালেট একটা রাসায়নিক। এই রাসায়নিক লাগে প্লাস্টিক নরম করতে। তাই নরম প্লাস্টিক খেলনা শিশু মুখে দিলেই ভবিষ্যৎ বিপদ অনিবার্য। অনেক উন্নত দেশে প্যাথালেটকে বাগে আনার নিয়মবিধি আছে । অনেক দেশ আবার প্যাথালেটকে গৌড়চন্দ্রও দিয়েছে। কিন্তু ভারতে এই রাসায়িনকে রাশ টানার কোনো বিধিবিধান নেই। ভারত আমদানি করা চিনে খেলনায় কঠোর, কিন্তু দেশের খেলনা কারখানা নিয়ে চুপ থাকে। হালে এসব ধরা পড়েছে সিএসইর সমীক্ষায়।

তুলো-না-হীন

১৫/১১৭

মনসান্টোর বিটি তুলো কীটনাশক তাড়াতে পারল না। তাড়াতে পারলনা গুজরাটে। গুজরাটের আমরেলি, ভাবনগর, জুনাগড় ও রাজকোট জেলায় মনসান্টো বিটি তুলো লাগিয়েছিল। তুলোর পয়লা শত্রু পিঙ্ক বোল ওয়ার্ম তাড়াতেই নাকি এই বিটি। কিন্তু দেখা গেল বোল ওয়ার্ম জমিতে যেমন আসত তেমনই আসছে। মনসান্টো নিজেই এসব নজর করেছে। মনসান্টো নিজেই এসব স্বীকার করেছে। বিটি-প্রতিবাদী দেবিন্দর শর্মা একে মনসান্টোর অভিসন্ধি বলেছেন। বলেছেন, এইভাবে পাকে পাকে জড়িয়ে দেশের তুলোচাষিকে মনসান্টো মারছে। আর এক প্রতিবাদী কবিতা কুরগান্তি বিটি বেগুনের কথা মনে করিয়ে, এর থেকে শিক্ষা নিতে বলেছেন।

বদলে যাচ্ছে জলবায়ু

জলবায়ু বদলাবেই। আজ অথবা কাল। ধীরে ধীরে। কিন্তু মানুষের ক্রিয়াকলাপ এই বদলকে এমন দ্রুত করে তুলেছে যে, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজেদের বদলানো অসম্ভব। আর একটা রাস্তা প্রতিরোধের। আর গরম হতে দেব না পৃথিবীকে। বদলাতে দেব না জলবায়ু। এ তো আমাদের বিরুদ্ধে আমাদেরই লড়াই— জিতলেও আমরা হারলেও আমরা! এই পকেট বইয়ে লড়াই-এর কিছু অন্তত অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যাবে।

মূল্য : ৩৫ টাকা

প্রকাশক : ডি আর সি এস সি

If undelivered please return to :

ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার, ৫৮ এ, ধর্মতলা রোড, কসবা, বোসপুকুর, কলকাতা ৭০০ ০৪২, **দূরভাষ** | ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচার : সার্ভিস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২, দূরভাষ: ২৪৪২৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক-৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস - শিপ্রা দাস রূপায়ণ - অভিজিত দাস
সম্পাদক - সুব্রত কুন্ডু